গবাদিপশুর লাম্পি স্কিন ডিজিজ

"মশা মাছি নিধন করি, রোগমুক্ত খামার গড়ি"

লাম্পি স্কিন ডিজিজ কি?

এটি একটি ভাইরাসজনিত চর্মরোগ যা শুধুমাত্র গরু ও মহিষকে আক্রান্ত করে এবং বাংলাদেশে এ রোগটি নতুনভাবে আবির্ভূত হয়েছে। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ রোগে গরু আক্রান্ত হচ্ছে, তবে এ রোগে মানুষ আক্রান্ত হয় না।

আক্রান্ত গবাদিপশুর প্রধান লক্ষণ সমূহঃ

আক্রান্ত গরুর তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে (১০৫° - ১০৭°) ফারেনহাইট

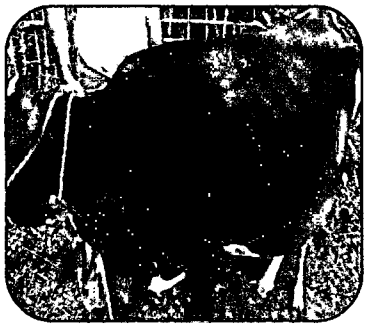

নাক ও চোখ দিয়ে পানি পড়ে। গরুর পুরো শরীর জুড়ে লাম্প বা মাংসে পিন্ডের মত আচিল দেখা যায়।

গরুর চামড়া বা ত্বকে অসংখ্য গোলাকার নডিউল দেখা যায়। নডিউলগুলো পরিণত হলে খসে পড়ে এবং চামড়ায় ক্ষত দেখা যায়।

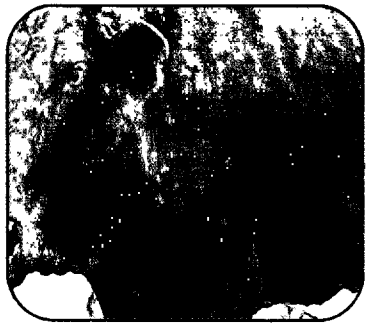

শরীরের বিভিন্ন জায়গায় লিম্ফনোডগুলো ফুলে যায়, ওলান, পা এবং ঘাড়ের বিভিন্ন জায়গায় ফুলে যায়।

রোগটি কার মাধ্যমে ছড়ায়?

মাছি

মশা

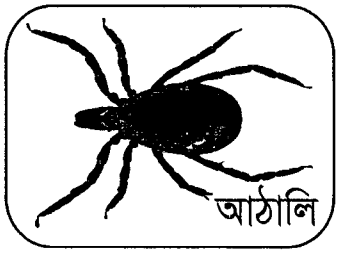

আঠালি

ঘরোয়া চিকিৎসা :
১। খাবার সোডা - ৫০ গ্রাম
২। নিমপাতা বাটা - ২ চা চামচ
৩। লবণ - ১ চা চামচ
৪। গুড় - ৫০ গ্রাম
একত্রে ২ লিটার পানিতে মিশিয়ে দিনে দুইবার পর পর পাঁচ দিন খাওয়ানোর পর সুফল পাওয়া গেছে।

রোগটি হলে গবাদিপশুর কি কি সমস্যা হতে পারে?

- দুধ উৎপাদন কমে যায়
- গবাদিপশু দুর্বল হয়ে পড়ে
- ওজন কমে যায়
- চামড়ার গুণাগুন নষ্ট হয়ে যায়।

নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপসমূহ ঃ

- মশা মাছি মুক্ত রাখার জন্য খামার ও বসতবাড়ির আশেপাশে পরিচ্ছন্ন রাখা অতীব প্রয়োজন
- খামার পরিচ্ছন্ন রাখা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা
- আক্রান্ত গবাদিপশুকে সুস্থ গবাদিপশু হতে দূরে রাখার ব্যবস্থা করা
- সম্ভব হলে আক্রান্ত গবাদিপশুকে মশারির ভেতরে রাখা
- ডাক্তারের পরামর্শে চিকিৎসা প্রদান করা

রোগটি দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে নিকটস্থ উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল অথবা ভেটেরিনারি সার্জন এর সাথে যোগাযোগ করুন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রচারেঃ জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, নীলফামারী।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বাংলাদেশ